যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪২৩

১/ বিবিধ

আরবী

من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى

موضوع

أخرجه الطبراني (3 / 107 / 2) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال ... فذكره، وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 68) ومن طريقه البيهقي (1 / 331 ـ 332) وقال الدارقطني

والحسن بن عمارة ضعيف

قلت: بل هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة: يكذب، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا

وقول الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء، ولهذا أوردته، وقد رواه البيهقي (1 / 222) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " وقال: والحسن بن عمارة لا يحتج به. قلت: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في " المحلى " (2 / 132) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر " الروضة الندية " (1 / 59)

বাংলা

৪২৩। ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করা সুন্নত। অতঃপর দ্বিতীয় (ওয়াক্ত) সালাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭/২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে হাকাম ইবনু উতায়বা হতে ... বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দারাকুতনী (পৃ. ৬৮) এবং বাইহাকী তার সূত্রে (১/৩৩১-৩৩২) বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেনঃ হাসান ইবনু আম্মারা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি তার চাইতেও মন্দ। তার সম্পর্কে শুবা বলেনঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনুল মাদীনী বলেনঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। আহমাদ বলেনঃ তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

শু'বা আরো বলেনঃ তিনি কতিপয় হাদীস হাকাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমরা হাকামকে সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ আমি এসবের কিছুই শুনিনি।

সাহাবীর পক্ষ হতে যদি বলা হয়ঃ সুন্নাতের মধ্যে এরূপ আছে..., তাহলে তা আলেমদের নিকট মারফুর হুকুমে। এ জন্যই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইহাকী হাদীসটি (১/২২২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসাবে এ ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ "কেউ তায়াম্মুম দ্বারা এক সালাতের বেশী আদায় করবে না।"

যেহেতু সনদ একই অতএব ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকুফ এবং মারফু হিসাবে কোনটিই সঠিক নয়। হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (২/১৩২) ইবনু আব্বাস হতে এর বিপরীত কথা বর্ণনা করেছেন। তায়াম্মুমকারী এক তায়াম্মুম দ্বারা ইচ্ছা মাফিক ফরয-নফল যত ওয়াক্ত পড়া সম্ভব তা পড়তে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম নষ্টকারী বস্তু দ্বারা অথবা পানি পাওয়ার দ্বারা নষ্ট না হবে। এ মাসআলাতে এটিই সঠিক; দেখুন "রাওযাতুন নাদিয়া" (১/১৫৯)।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68008

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন